পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

পাক্ষিক আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফাদাতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

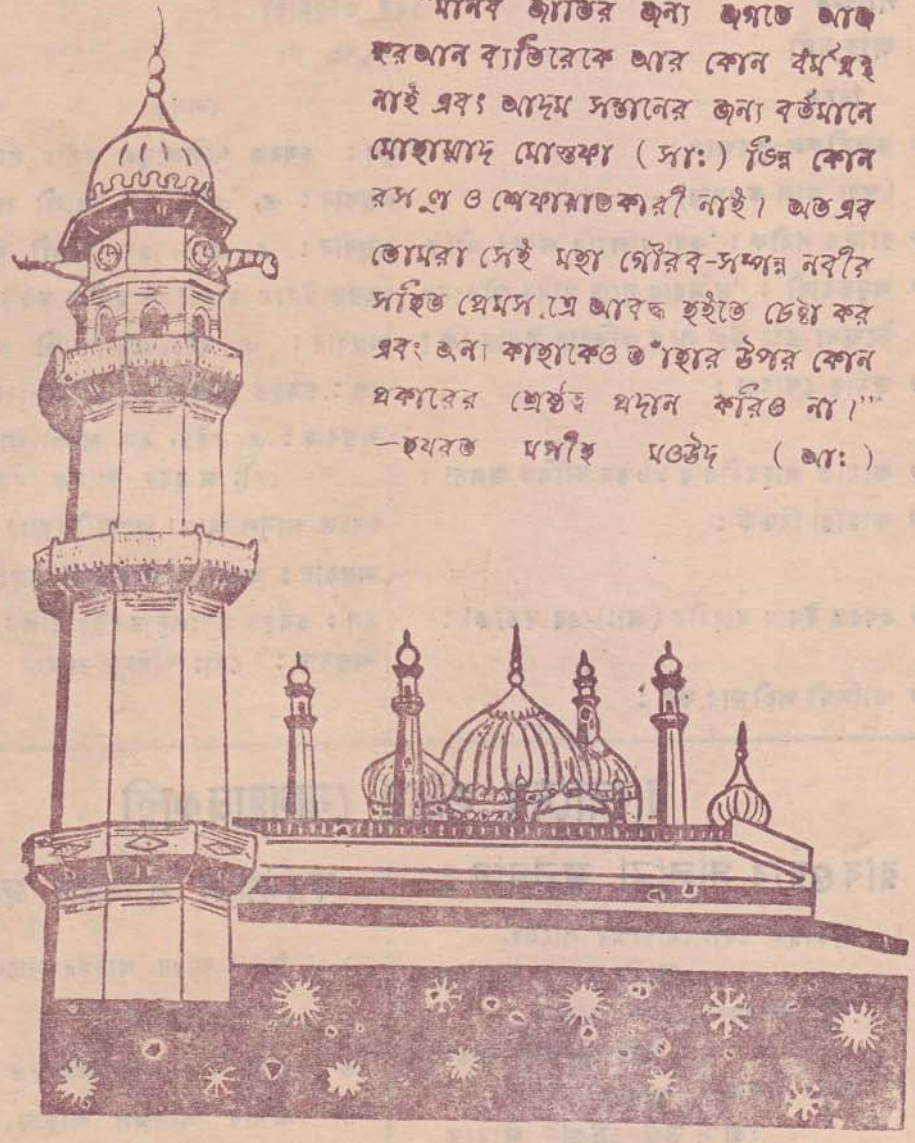

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

৮ই মাঘ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ ইং : ১৫ই সফর, ১৩৯৯ হিঃ

পাক্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : (সূরা আল-কওসার)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১
০ হাদিস শরীফ : 'কথা বলিবার আদব নীতি	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
০ অমৃতবাণী : 'দুনিয়ার বুকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং উহা লাভ করিবার উপায় কি ?	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ জুমার খোৎবা :	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৯
০ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৬তম বার্ষিক জলসা :	মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
০ কায়রো বিতর্ক :	হযরত আবুল আতা জলন্দরী (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৮
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফা সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	২২
০ তালিমী পরীক্ষার ফল :		২৪

বাংলাদেশ হইতে যোগদানকারী

রাবওয়ার সালানা জলসায় :

১। মহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর, বাঃ আঃ আঃ
২। মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী, ঢাকা।
৩। জনাব গোলাম আহ্‌মদ খান, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম জামাত।
৪। জনাব আতা এলাহী সাহেব, চট্টগ্রাম।
৫। জনাব মোঃ আবদুস সামী সাহেব, ঢাকা।
৬। জনাব ডাঃ জাফরুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ।
৭। জনাব মুখতার বানু সাহেবা, সদর, লাজনা—চট্টগ্রাম।
৮। মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ সাহেব, রিটায়ার্ড সদর মুরুব্বী।

কাদিয়ান সালানা জলসায় :

১। জনাব ফরিদ আহমদ সাহেব, চট্টগ্রাম।
২। বেগম সাহেবা, ঐ
৩। চৌধুরী আনওয়ারুল হক সাহেব, ঢাকা
৪। জনাব আফজল আহ্‌মদ খান চৌধুরী, ঢাকা।
৫। জনাব ডঃ জাফরুল্লাহ সাহেব, নারায়ণগঞ্জ।

তিনি কাদিয়ান জলসায় যোগদান করার পর রাবওয়ায় আসিয়া সালনা জলসায় শরীক হন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

৮ই মাঘ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ ইং : ১৫ই সফর, ১৩৯৯ হিজরী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কাওসার

[মুহতরম আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া লিখিত তফসীর না পাওয়ায়হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সানী আল-মুসলেহুল মাউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু লিখিত তদীয় শেষ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর "তফসীরে সাগীর" সহযোগে এই সংখ্যায় "সুরে কাওসারের" তফসীর প্রদত্ত হইল।]

—সম্পাদক আহ্‌মদী

সুরাহ্ কাওসার মক্কায় অবতীর্ণ এবং বিস্‌মিল্লাহ্ সমেত ইহার চারি আয়াত।

بسم الله الرحمن الرحيم ○ انا اعطيناك الكوثر ○ فصل لربك وانحر ○ ان شانئك هو الابتر ○

১। আমি আল্লাহ্-তায়ালার নাম লইয়া যিনি অসীম দাতা এবং বার বার অনুগ্রহকারী (পাঠ করিতেছি)।

২। (হে নবী) নিশ্চয় আমরা তোমাকে "কওসার" দিয়াছি।

৩। অতএব, তুমি (ইহার শোকর রূপে) তোমার 'রাব্বের' (অনেক) ইবাদত কর এবং তাঁহারই জন্য কুরবানী কর।

৪। এবং নিশ্চিত জানিবে যে, তোমার শত্রুরাই পুত্র সন্তান হইতে বঞ্চিত থাকা প্রমাণিত হইবে। ২

নোট ঃ— ১। 'কওসার' অর্থ 'সর্ব বিষয়ে প্রাচুর্য' এবং ইহার দ্বারা এরূপ ব্যক্তিকেও বুঝায়, 'যিনি অনেক দান খয়রাত করেন এবং দানশীল'। হাদিস সমূহে মসীহ্ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'তিনি আসিবেন এবং অর্থ বিতরণ করিবেন। কিন্তু লোক তাহা গ্রহণ করিবে না'। সুতরাং, এখানে 'একজন আগমনকারী উম্মতীর' কথা বলা হইয়াছে, যিনি আধ্যাত্মিকরূপে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'রূহানী পুত্র' হইবেন। বস্তুতঃ, এই সুরায় বলা হইয়াছে যে, অস্বীকারকারী 'কাফের' বলে যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'পুত্রহীন'—'আব্‌তার'। তিনি কিরূপে 'আব্‌তার' বা পুত্রহীন হইতে পারেন? যেহেতু তাঁহার আধ্যাত্মিক, রূহানী সন্তানগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি দাঁড়াইবার আছেন, যিনি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনীত শিক্ষার ভাণ্ডার বিতরণ করিবেন। এমন কি, 'লোকে তাঁহার প্রদত্ত ধন নিতে অস্বীকার করিবে।' যে ধন-রাশি গ্রহণে মানুষ অস্বীকার করে, তাহা শুধু জ্ঞান সম্পদ, জ্ঞান-ভাণ্ডার মাত্র। নতুবা, পার্থিব ধন 'যাহেরী মাল' হিসাবে ত কাহারো নিকট কোটি পাউণ্ড থাকা স্বত্বেও তাহাকে এক পাউণ্ড দিলে তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকে।

২। অর্থাৎ, তাঁহার শত্রুতা 'আধ্যাত্মিক-রূহানী পুত্র সন্তান হইতে বঞ্চিত। কুরআন শরীফ অনুসারে আল্লাহ্-তায়ালা হইতে যাঁহারা এল্‌হাম-প্রাপ্ত 'মুল্‌হাম মিনাল্লাহর' দল—এরূপ সন্তান শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার (সাঃ) শত্রুগণ প্রাপ্ত হইবে না।

যেমন, আল্লাহ্-তায়ালা কুরআন করীমে বলেন:

"মা কানা মহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিরেজালেকুম
ওয়া-লাকির্‌ রাসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান নাবিয়ান।"

এই আয়াতে ইসারা হইল কুফ্‌ফারের আওলাদ তাহাদের সন্তানরা খোদার ফজল হইতে বঞ্চিত থাকিবে এবং 'পুত্র সন্তান' বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে না এই ছাড়া যে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনে যেমন, আবু জাহেলের পুত্র ইক্‌রামা এবং আবু সুফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়া। ['তফসীরে সগীর' ৮৪৭ পৃঃ]

—০—

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين
و كان الله بكل شيء عليما ٥ (احزاب - ع ٥)

"মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা ছিলেন না, নহেন (হইবেন না) কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল (ইহা অপেক্ষাও বড়) নবীগণের মোহর; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ই খুব জ্ঞাত।" ['সুরা আহযাব; ৩৩: ৪১']

"মা কানা মুহাম্মদুন আবা আহাদিম" কুরআন মজিদে আছে আরবী ভাষার কায়দা বা ব্যাকারণ অনুযায়ী 'কানা' كان শব্দ 'ইস্তেম্‌রার' ('অনবরুদ্ধ চলিত', 'অবিরত বর্তমান কাল') অর্থও প্রকাশ করে। 'তাজুল-ওরুস ও মুগনিওল লবী দ্রষ্টব্য। এজন্য আমরা ইস্তেম্‌রার প্রেক্ষিতে আয়াতের তরজমা করিয়াছি: 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা ছিলেন না, নহেন এবং হইবেন না।'

২। 'নবীগণের মোহর'। অর্থাৎ, তাঁহার (সাঃ) তসদিক, বা সমর্থন ব্যতীত এবং তাঁহার শিক্ষার সাক্ষ্য ছাড়া কেহ নবুওত বা বিলায়তের (ওলী হওয়ার মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। লোকেরা 'নবীগণের মোহর' স্থলে "আখেরী নবী" অর্থ গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু তাহাতেও আমাদের দাঁড়ানো স্থানের কোন পরিবর্তন বা বিপর্যয় ঘটে না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'মেরাজের' প্রতি লক্ষ্য করিলে ইমাম আহমদ হাম্বল (রহঃ) প্রণীত 'মসনদ' অনুসারে নবীগণের পদমর্যাদা-চিত্র এই সাব্যস্ত হয় :—

'সিদরাতুল্-মুন্তাহা	মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
সপ্তম আকাশ	হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম
ষষ্ঠ আকাশ	হযরত মুসা আলাইহেস সালাম
পঞ্চম আকাশ	হযরত হারুণ আলাইহেস সালাম
চতুর্থ আকাশ	হযরত ইব্রাহীম আলাহেস সালাম
তৃতীয় আকাশ	হযরত ইউসুফ আলাইহেস সালাম
দ্বিতীয় আকাশ	হযরত ঈসা এবং হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিমাস সাল্লাম
প্রথম আকাশ	হযরত আদম আলাইহেস সালাম
পৃথিবীবাসী	

এই নকশা দেখ। মখলুক, তথা বিশ্ববাসীর স্থানে যে ব্যক্তি দাঁড়াইবে তাহার নজর পড়িবে সর্বপ্রথমে হযরত আদম আলাইহেস সালামের উপর এবং সর্বপরে তাহার দৃষ্টি পড়িবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর। অন্য কথায়, সব নবীগণের শেষ নবী সে নির্ধারণ করিবে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে।

এই ছাড়া, যদি ঐ হাদিসকে নেওয়া হয় যে, "আদম (আঃ) তখনও পয়দাই হন নাই, আমি তখনও ছিলাম খাতামান নাবিয়ীন।" সুতরাং, নবীগণের মোকামের পদ-মর্যাদা প্রদর্শক চিত্রে রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর স্থান, মোকামের দিক দিয়া সর্বোচ্চ।

সুতরাং, যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেরাজে সকলের চাইতে উর্ধে গমণ করেন, সেহেতু মুহাম্মদী মোকাম হইতেছে আখেরী বা শেষ নবুওতের মোকাম। এ হিসাবেও ঐ অর্থই ঠিক থাকে, যাহা আমরা করিয়াছি। অর্থাৎ খতমে নবুওতের অর্থ এই যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাম সব নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ—'আফযল'।

[অবিরত অশেষ সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম বিশেষ কল্যাণ-কৃপা বহু সর্বাধিক বর্ষণ হউক তাঁহার এবং তাঁহার অনুসারীর উপর]

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আন্ওয়ার

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কথা বলিবার আদব নীতি।

২৮৭। হযরত আবি জুরাই জাবের বিন সুলাইম রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন : আমি এক ব্যক্তিকে দেখিলাম। লোকে তাঁহার অভিমতের মর্যাদা দিতেছে। তিনি যাহা কিছু বলেন, সবই তাহারা গ্রহণ করে। আমি জিজ্ঞাস করিলাম : 'ইনি কে'? লোকে বলিল, 'ইনি আল্লাহ্-তায়ালার রসুল'। আমি সম্মুখে অগ্রসর হইলাম এবং দুই বার 'আলাইকাস্ সালাম', বলিলাম। ইহাতে হুযুর ফরমাইলেন : "এরূপ বলিবে না। ইহা মৃত লোকের সালাম। জীবিত ব্যক্তির সালাম হইল, 'আস-সালামু আলাইক' (অর্থাৎ, আপনার সালামতি হউক, শান্তি হউক, নিরাপত্তা হউক ," জাবের (রাযিঃ) বলেন, "আমি আবার বলিলাম : আপনি কি আল্লাহ্র রসুল ?" তিনি ফরমাইলেন : "হাঁ, আমি সেই আল্লাহ্র প্রেরিত, তাঁহার রসুল— যিনি তোমার যখন কোনো কষ্ট হয় এবং তুমি তাঁহার নিকট দোওয়া কর, তখন তিনি তোমার দোওয়া শোনেন এবং তোমার সেই দুঃখ দূর করেন। যখন তুমি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হও এবং তুমি তাঁহার নিকট দোওয়া কর, তখন তিনি তোমার ক্ষেত শস্য শ্যামলে পূর্ণ করেন। যখন তুমি কোনো জন-শূন্য মরু বা জঙ্গলে যাও, এবং উট হারাইয়া যায়, তখন তুমি তাঁহার নিকট দোওয়া করিলে, তিনি তোমার উট ফিরাইয়া দেন।" জাবের (রাযিঃ) বলেন : "আমি নিবেদন করিলাম, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন'। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'কাহাকেও গালি দিবে না।' "অতঃপর, আমি কাহাকেও কখনো গালি দেই নাই। কোন স্বাধীন মানুষ, কোন ক্রীতদাস, কোনো উষ্ট্র, কোনো ছাগছাগী—কাহাকেও না।" সেইরূপ, তিনি (সাঃ) ইহাও ফরমাইয়াছিলেন : "সাধারণ নেকী সামান্য হইতে সামান্য পুণ্য কর্মকেও অবহেলা করিবে না। প্রফুল্ল মুখে, হাসি মুখে আপন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলাও নেকী। ইহাও পুণ্য কর্ম। তোমার তহবন্দ, তোমার পাজামা লুঙ্গি অর্ধ গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু করিয়া পরিবে। যদি তাহা না করিতে পার, তবে গোড়ালি পর্যন্ত রাখিতে পার। উহার নীচে লটকানো ঠিক নয়। কারণ, তহবন মাটিতে ঘষাইয়া চলা অহংকারের, তকব্বুরের রীতি। আল্লাহ্-তায়ালা অহংকার পছন্দ করেন না। যদি কেহ তোমাকে গালি দেয়, বা তোমার এরূপ দুর্বলতা নিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, যাহা তোমার মধ্যে আছে, তবে তুমি ইহার মুকাবেলা (প্রতিশোধ হিসাবে) তাহার তদ্রূপ কোনো দুর্বলতা নিয়া উপহাস করিবে না, যাহা তুমি জান যে, তাহার মধ্যে আছে। ইহা হইলে ঐ ব্যক্তির সীমাতিক্রমের সাম্যক প্রতিফল, তাহারই উপর বর্তিবে। সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তুমি আল্লাহ্-তায়ালার হুযুরে সবুরের সুফল পাইবে"।

('আবু দাউদ',—কিতাবুল লিবাস, 'বাবু' মা জায়া ফি ইসবালুল ইযার, ২ : ৫৬৪ পৃঃ)

২৮৮। হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "সামান্য, সাধারণ নেকীকেও তুচ্ছ ভাবিবে না। তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল মুখে মেলা নেকী।"

('মুসালিম', কেতাবুল বির্রে ওয়াস সেলাহ, বাবু ইস্তেহবাব তালাকাতাল উজুহ ইন্দাল-লিকায়ে, ২-২ : ১০৩পৃঃ)

৪৫। কসম খাওয়ার আদব

২৮৯। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"আল্লাহ্-তায়ালা তোমাদিগকে তোমাদের পূর্বপুরুষের নামে কসম খাওয়া বিষয়ে নিষেধ করিতেছেন। যদি কেহ কসম করিতে চায়, সে আল্লাহ্র নামে করিবে, বা চুপ থাকিবে।"

['বুখারী,' কেতাবুল-ঈমান-ওয়ান্ নযুর, বাবু লা তাহলেফু আবায়েকুম ; ২ : ৯৮৩ পৃঃ]

৩৯০। হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে ফরমাইলেন, "যদি তুমি কোন কাজ সম্বন্ধে কসম খাও এবং পরে তুমি উহা অপেক্ষা উত্তম কোন বিষয় পাও, তবে তুমি কসম ভাঙ্গিয়া উহাপেক্ষা-ভাল বিষয়টা গ্রহণ করিবে (উহা করিবে)এবং কসম ভাঙ্গার কাফ্-ফরা দিবে।"

('বুখারী; 'কেতাবুল্ আইমান ; ২: ৮০ পৃঃ, মুসলিম, ১-২ : ৮০পৃঃ)

৫৬। পানাহারের নীতি এবং মেহমান নিওয়াযি (অতিথি সেবা)

২৯১। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"যখন তোমাদের মধ্যে কেহ খাওয়া আরম্ভ করে, তখন প্রথম আল্লাহ্-তায়ালার নাম লইবে। (অর্থাৎ, 'বিস্মিল্লাহ' পড়িবে)। যদি ইহা শুরু করায় সময় ভুলে, তবে স্মরণ হওয়া মাত্র পাঠ করিবে।"

('তিরমিযি', কেতাবুল আৎয়েমাহ, বাবু মাজ্ায়া ফিৎ তাসমিয়াতা আলাত্তায়াম ; ২:৮ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।

মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি।। [ফারসী দুররে সমীন]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ উপায়, জীবনের মূল উদ্দেশ্য লাভের জন্য 'এস্তেকামতের' উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই পথে শ্রান্ত, অক্ষম ও ক্লান্ত হইবে না এবং পরীক্ষাকে ভয় করিবে না। যেমন, আল্লাহ্-তায়ালা বলেন :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون ○ نحن اولياؤكم فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة - (حم سجدة : ٣١-٣٢)

অর্থাৎ—"যাহারা বলে, আমাদের রাব্ব্ আল্লাহ্ এবং সব মিথ্যা খোদা হইতে পৃথক হইয়া এস্তেকামত অবলম্বন করে, অর্থাৎ নানা প্রকার পরীক্ষায় ও বিপদে অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় (এই বাণী লইয়া) যে, তোমরা ভয় করিবে না এবং চিন্তাযুক্ত হইবে না। বরং আনন্দে উৎফুল্ল হও যে, তোমরা সেই পুলকের উত্তরাধিকারী হইয়াছ, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা ইহলোকের জীবনেও এবং পরলোকেও তোমাদের বন্ধু!" [৪১ : ৩১-৩২]

এখানে এই কথাগুলিতে এই ইশারা রহিয়াছে যে, 'এস্তেকামতের' দ্বারা খোদার সন্তুষ্টি লাভ হয়। সত্য কথা, এস্তেকামত 'কেরামত' হইতে বড়। পূর্ণকার এস্তেকামত এই যে, চতুর্দিক হইতে বিপদ-আপদে অভিভূত হইয়া এবং খোদার পথে ধন, প্রাণ ও মান-সম্ভ্রমকে বিপদগ্রস্ত পাইয়া, সান্ত্বনার কোন কিছু না দেখিয়া, এমন কি পরীক্ষার্থে খোদা-তায়ালার পক্ষ হইতেও সান্ত্বনাদানকারী কাশ্ফ, স্বপ্ন বা এলহাম বন্ধ হইয়া ভীষণ ভয়ের অবস্থায় পড়িয়াও কাপুরুষতা দেখাইবে না, ভীরু লোকের ন্যায় পিছনে হটিবে না এবং বিশ্বস্ততার মধ্যে কোন ত্রুটি ঘটিতে দিবে না। সত্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যে কোন বিচ্যুতি স্পর্শিতে দিবে না। অবমাননায় আনন্দিত হইবে, মৃত্যুতে সন্তুষ্ট থাকিবে; এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কোন বন্ধুর অপেক্ষা করিবে না যে, সে সাহায্য করিবে। তখন খোদার নিকট সুসংবাদও চাহিবে না যে, সময় সংকটাপন্ন হইয়াছে। সম্পূর্ণ একাকী, দুর্বল এবং সান্ত্বনা না পাওয়া সত্ত্বেও খাড়া থাকিবে। যাহা হওয়ার হউক বলিয়া ঘাড় সম্মুখে পাতিয়া দিবে। ঐশী বিচার ও মিমাংসায় কোন আক্ষেপ করিবে না। কখনও

অস্থিরতা প্রদর্শন এবং হা-হুতাশ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার দাবী সমাপ্ত হয়। ইহাই 'এস্তেকামত', যদ্বরা খোদাকে পাওয় যায়। ইহাই সেই জিনিষ, এখনও যাহার সৌরভ রসুল, নবী, সিদ্দীক এবং শহীদানের মৃত্তিকা হইতে আসিতেছে। ইহারই দিকে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এই দোওয়ায় ইশারা করিয়াছেন:

اهد نا الصرا ط المستقيم ০ صرا ط الذ ين انعمت عليهم - الفاتحة (٦-٧)

অর্থাৎ, "হে আমাদের খোদা। আমাদিগকে এস্তেকামতের পথ দেখাও। সেই পথ, যে পথে তোমার পুরস্কার ও অনুগ্রহ বিতরণ হয় এবং তুমি সন্তুষ্ট হও।" [১ : ৬-৭]

ইহারই দিকে, আরও এক আয়াতে এই ইশারা করেন:

ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين - (اعراف : ١٢٨)

"খোদা, এই বিপদে আমাদের হৃদয়ে সেই প্রশান্তি অবতীর্ণ কর, যাহার ফলে ধৈর্য জন্মে এবং এমন কর, যেন আমাদের মৃত্যু ইসলামের উপর হয়।" [৭ : ১২৭]

জানা প্রয়োজন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় খোদা-তায়ালা তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের হৃদয়ে এক আলোক অবতীর্ণ করেন, যদ্বারা তাহারা শক্তি লাভ করিয়া অত্যন্ত শান্তভাবে বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তাঁহার পথে তাহাদের পায়ে যে সকল শিকল জড়াইয়া গিয়াছিল, ঈমানের সুধায় উহাদেরকে তাহারা চুম্বন দেয়। যখন খোদাযুক্ত মানুষের উপর বিপদাবলী অবতীর্ণ হয় এবং মৃত্যুর লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়, তখন সে আপন দয়াল রাব্বের সহিত অনাবশ্যক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রার্থনা করে না যে, তাহাকে এই বিপদ হইতে বাঁচান হউক। কারণ তখন স্বাস্থ্যের জন্য দোওয়ায় জোর দেওয়াও খোদা-তায়ালার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং পূর্ণ ঐক্যের বিরুদ্ধাচরণ করার নামান্তর। বরং সত্যকার প্রেমিক বিপদ অবতীর্ণ হইলে আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়। এহেন সময়ে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এবং প্রাণের মায়াকে বিদায় দিয়া স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির সম্পূর্ণ তাবেদার হইয়া যায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টি ভিক্ষা করে। ইহারই সম্বন্ধে আল্লাহ্-তায়ালা বলিয়াছেন:

و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد ০
(البقرة : ٢٠٨-١)

অর্থাৎ "খোদার প্রিয় বান্দা তাহার প্রাণ খোদার পথে বিক্রয় করে এবং উহার পরিবর্তে খোদা-তায়ালার সন্তুষ্টি ক্রয় করে। ইহারাই বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র। বস্তুতঃ, যে 'এস্তেকামত' দ্বারা খোদাকে পাওয়া যায়, উহার রূহ্ ইহাই, যাহা বর্ণিত হইল। যে বুঝিতে চাহে, বুঝিয়া লউক। [২ : ২০৮]

সপ্তম উপায়: জীবনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধুসঙ্গ গ্রহণ এবং তাঁহাদের কামেল নমুনা দর্শন করা। সুতরাং জানিতে হইবে, নবীগণের প্রয়োজনীয়তার মধ্য হইতে এক প্রয়োজন ইহাই যে, মানুষ স্বভাবতঃই পূর্ণ আদর্শের মুখাপেক্ষী। পূর্ণ আদর্শ আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সাহস বাড়ায়। যে আদর্শের অনুবর্তী হয় না, সে শিথিল ও পথভ্রষ্ট হয়। ইহার প্রতি

আল্লাহ্-তায়ালা এই আয়াতে সংকেত দিয়াছেন :

كونوا مع الصادقين ○ (التوبة : ١١٩)

صراط الذين انعمت عليهم ○ (الفاتحة : ٧)

অর্থাৎ, "তোমরা তাহাদের সংগ গ্রহণ কর, যাহারা সাধু।" [৯ : ১১৯]

"তাহাদের পথ শিক্ষা কর, যাহাদের উপরে তোমাদের পূর্বে অনুগ্রহ করা হইয়াছে।" [১ : ৭]

অষ্টম উপায় : খোদা-তায়ালার তরফ হইতে কাশ্‌ফ (জাগ্রত অবস্থায় দিব্য দর্শন), পবিত্র এল্‌হাম ও সত্য স্বপ্ন লাভ। যেহেতু খোদা-তায়ালার দিকে যাত্রা করিতে একান্ত সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পথে চলিতে হয় এবং তৎসংগে নানা প্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ লাগিয়াই থাকে এবং ইহাও সম্ভবপর যে, এই অপরিচিত পথে—পথ ভুল হইয়া যায়, বা নৈরাশ্য আসিয়া ঘিরিয়া ফেলে এবং আগে চলা ছাড়িয়া দেয়, সেহেতু খোদা-তায়ালা আপন রহমতে চাহেন যে, তিনি এই সফরে তাহার সংগে সংগে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া যান এবং তাহার মনো-রঞ্জন করেন, যেন তাহার আগ্রহ বর্ধিত হয়। সুতরাং, তাঁহার চিরাচরিত নিয়ম এই পথের পথিকগণের সহিত ইহাই যে, তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার কালাম ও এল্‌হাম দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেন এবং তাহাদের নিকট প্রমাণ করেন যে, তিনি তাহাদের সংগে আছেন। তখন তাহারা শক্তি লাভ করিয়া মহা তেজে এই পথ অতিক্রম করিতে থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে, এসম্পর্কে তিনি বলেন :

لهم البشرى فى الحيوة الدنيا و فى الاخرة - (يونس : ٦٥)

"তাহাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে সুসংবাদ।" [১০ : ৬৫]

এই প্রকারের আরও অনেক উপায় আছে, যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রসঙ্গ দীর্ঘ হওয়ার আশংকায়—আমরা তাহা লইয়া আলোচনা করিতে পারিতেছি না। ['ইসলামী নীতি-দর্শন", ১৫৫-৬০ পৃঃ]

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

সংকলনে : অধ্যাপক আবদুল লতিফ

❋ "ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে, যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও। কেননা এমন যেন না হয়, যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।" (কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

["মসজিদুল্-ফজল"—(লণ্ডন), ৩/৮/৭৬ইং তারিখে প্রদত্ত ; এবং কাদিয়ান (ভারত) হইতে সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকায় ৭/১২/৭৮ইং প্রকাশিত ।]

—০—

"আজ পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্-তায়ালার অভিপ্রায় অনুসারে আহ্মদীয়া জামাত ব্যতীত অন্য কোন কার্যকরী ব্যবহার্য উপকরণ নাই প্রচেষ্টা ও প্রতিযোগীতায় পৃথিবীবাসী অপেক্ষা আমাদের আগেও যাইতে হইবে এবং তাহাদের জন্যও এক আদর্শ কায়েম করিতে হইবে।

"আমাদের কর্তব্য অগ্রসর হইতে থাকা ও আমাদের চেষ্টা চরিত্রের উত্তম ফল লাভের প্রচেষ্টা করিয়া যাওয়া।"

—০—

তশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর "ফাস্তাবেকুল্ খাইরাত" তিলাওৎ পূর্বক হযরত আক্দাস বলেন :

এযুগে বিভিন্ন জাতি পরস্পর যে প্রতিযোগিতা দ্বারা অগ্রসর হইতেছে, ইতিপূর্বে ইত্যাকার দৃশ্য মানব জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। 'তাক্ওয়া বা ধর্মশীলতার' প্রেক্ষিতে চিন্তা করিলে প্রতিযোগিতার এই দৌড়ের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতিযোগিতায় যে সব উপায় অবলম্বন করা যাইতেছে, তাহাতে কোনো কোনো উপায়ে সাধু ও বৈধ্য নয়। তেমনি যে ফল লাভের চেষ্টা চলিতেছে, তাহাও মঙ্গল জনক নহে। অর্থাৎ, মানব জাতির জন্য তৎফলে কোনো প্রকারের সংশোধন, বা হিত কামনা নাই।

জগতবাসী আজ যত প্রচেষ্টা, যত চেষ্টা চরিত আনুবিক গবেষণা ক্ষেত্রে করিয়াছে, যাহার ফলে "এটমিক ও হাইড্রোজেন বম" তৈরী করিয়াছে, এত বড় মুলধন—আমি যতটুকু জানি, অন্য কোনো গবেষণায় মানুষ ব্যয় করে নাই। এ সময়ে কোনো কোনো এরূপ দেশও আছে, যাহারা মনে করে যে, এপর্যন্ত যত বোমা তাহারা তৈরী করিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। অধিক বোমার প্রয়োজন নাই। তাহারা ইহাও মনে করে, যদি অন্য দেশগুলিকে এই গবেষণা করিতে বোধ করা হয়, তবে এই প্রতিযোগিতা যে সীমায় পৌঁছিয়াছে—বন্ধ করা যায়। কিন্তু তাহারা ইহাতে সফলতা দেখিতেছে না। যত আনুবিক বোমা তৈরী হইয়াছে, এই প্রচেষ্টার ফলে উহা দুইটা আকৃতিই ধারণ করিতে পারে। হয়ত এই সব বোমা ব্যবহার করা হউক, বা মানুষ এরূপ কোনো উপায় উদ্ভাবনা করুক, যেন এগুলির ব্যবহারের প্রয়োজন না হয়।

তৃতীয় কোনো উপায় মানব বুদ্ধিতে আসে না। যদি এগুলি ব্যবহার করা হয়, মানব জাতি মহা ধ্বংসের গ্রাস হইবে। যদি ব্যবহার না করা হয়—এবং খোদা করুন ব্যবহার না করা হয়—তবে, যে অপরিসীম মূলধন মানুষ উহাতে ব্যয় করিয়াছে, সবটাই বৃথা হয়।

যদি এই মূলধন এই সকল অস্ত্রের জন্য ব্যয় না হইত, তবে মানব প্রয়োজনে ব্যয় হইতে পারিত। সুতরাং, দুইটা জিনিষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। একটা এই যে, যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে—তাহা পবিত্র, সাধু ও বৈধ নয়। যেমন, যে অর্থ ব্যয় হইতেছে অর্থবিদগণের বিশ্লেষণে সুদ ও বীমার টাকা তাহাতে রহিয়াছে। অতীতকালে বীমা কোম্পানী গুলিই যুদ্ধ বাধাইত। এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ইহাই বলিবে যে, যে অর্থ মানব কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত ছিল. কুফল উৎপাদক গবেষণায় ব্যয় হইতেছে।

দ্বিতীয়, ইহা দেদীপ্যমান কথা যে, এই ভীষণ প্রচেষ্টার ফল মানব কল্যাণের স্থলে মানুষের দুশ্চিন্তা ও ভয়ের কারণ হইতেছে। ভয় হইতেছে মানুষ অস্ত্র-হত্যা দ্বারা আপন ধ্বংস আনয়ন না করে।

কুরআন করীম—যে আয়াত আমি পাঠ করিয়াছি, উহাতে আমাদিগকে বলে যে, প্রতিযোগিতা স্বয়ং মন্দ নয়। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত, যাহা মঙ্গলপ্রসূ। ইষ্টের যে ব্যাখ্যা হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাম দিয়াছেন, উহাতে উভয় দিকই সংরক্ষিত। অর্থাৎ, উপায়েও সাধু হওয়া চাই এবং ফলও সাধু হওয়া চাই।

জগতে প্রতিযোগিতার ছুটা ছুটি চলিতেছে আহ্‌মদীয়া জমাতকেও প্রতিযোগিতা মূলে উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। ইসলামের জয় হইতে হইবে। প্রতিযোগিতা এমন সুন্দর ও প্রচণ্ড হওয়া চাই, যাহাতে সফলতাও হয় এবং অন্যের জন্য আদর্শ হয়।

আমাদের 'জদ্দ-জহদ' ৮০ বৎসর হইতে শুরু হইয়াছে। হযরত মসীহ মাউদ আলাইহেস সালাম ঘোষণা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহাকে ইসলামের বিজয় আনার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র 'কুওতে-কুদ্‌সিয়া'-উৎপন্ন-'জামালী তজল্লিয়াত' প্রমাণের মনোহর জ্যোৎস্নায় বিশ্ব মানব জাতিকে আমাদের দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে স্বতঃ প্রবৃত্তি ও প্রেমের আবেগে। তিনি (আঃ) বলিয়াছেন যে, আগামী তিন শতাব্দী উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁহার মিশন —তাঁহার আগমন উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করিবেন। এই প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম আল্লাহ্-তায়ালার ফজল ও রহমতে সারা পৃথিবীর উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। তিনি (আঃ) ফরমাইয়াছেন যে, তিন শতাব্দী অতিক্রম করিবে না—এই বলেন নাই যে, তিন শতাব্দী পার হইলে পর ইস্‌লাম গালিব হইবে।

অন্যান্য উপাত্ত এবং হযরত মসিহ আলাইহেস সাল্লামের কেতাব গুলি হইতে আমরা যাহা সন্ধান পাই, তদ্বারা ইসলামের প্রাধান্য লাভ এক শতাব্দীতে শুরু হইয় যাইবে। সূর্য হিসাবে শতাব্দী পুরা হওয়াতে প্রায় ১৩ বৎসর সময় লাগিবে। চন্দ্র গণনায় ইহা অপেক্ষা অল্প সময়ে হইবে।

আমাদের জদ্দ-জহদ এবং প্রতিযোগিতার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ইহা শুরু হইয়াছে বড়ই ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে। অন্য ত অন্য আপন জনও তাহা ভালমতবুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। গায়ের মুবাইনগণ ধৈর্য রাখিতে পারেন নাই। হযরত মসীহ্ মাউদ আলাইহেস সালামের মুখে তাঁহাদিগকে ইহা বলা হইয়াছিল : "তিন শত বৎসর অতিক্রম হইবে না যে, তোমরা আমার ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী জমাতে আহ্মদীয়া দ্বারা বিশ্বে ইসলাম প্রাধান্য—'গাল্‌বা' লাভ করিয়াছে বলিয়া পাইবে।" তাঁহাদের মাথায় গিয়াছিল যে, এক শত বৎসর পর, অর্থাৎ হযরত মসিহ মাউদ আলাইহেস সালামের দ্বারা যে সব 'বিশারাত' বা 'মুখোজ্জলক সুসংবাদ" পাওয়া গিয়াছে, তাহা সফল হওয়ার কত আগেই তাঁহার জমানা শেষ হইয়া যাইবে। এখন যদি ঐ সকল ভবিষদ্বাণী ও সুসংবাদ ('পেশগুয়ী ও বিশারাত') আল্লাহ্-তায়ালার তরফ হইতে হইয়া থাকে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়ালার তরফ হইতে প্রাপ্ত, তবে দুর্বল আহ্মদীকেও তিন শত বর্ষ অপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু আমি যেরূপ বলিয়াছি, তিন শত বৎসর আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে না। আমার ব্যক্তিগত 'ইজ্‌তেহাদ" (শাস্ত্রীয় অনুমান) এই যে, এক শত বৎসর—অর্থাৎ, এক শতাব্দীর পর ঐ সকল আলামত শুরু হইয়া যাইবে।

আমরা 'মুবায়ে'। আমরা হযরত মসীহ্ মাউদ আলাইহেস সালামের সত্যতা পরীক্ষাও করিয়াছি। আমরা 'বিল-গায়েব' ঈমানও আনিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত বিষয় সবই যথা সময়ে পুরা হইয়াছে। আমরা—নিশ্চিত প্রত্যয়, 'একীন কামেল' দ্বারা, নিঃসন্দিগ্ধক্রমে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে,—যে সকল কথা এখনো সফল হয় নাই, তাহা যথাসময়ে পূর্ণ হইবে। কারণ, এই সকল ভবিষদ্বাণী আল্লাহ্-তায়ালা হইতে আসিয়াছে। তিনিই ইহাদের মূল উৎস।

এখন আমি জমাতের সম্মুখে যাহা ধরিতেছি—তাহা এই যে, যে সকল বিষয় ইতিপূর্ব নজরে আসিত না, এখন আমরা ঐসব প্রত্যক্ষ করিতেছি। এখন আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, জগতবাসী পরস্পর প্রতিযোগিতার ভীষণ আবেগে প্রবল ধাবিত। আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, পৃথিবীর যে অংশ ইসলামের মর্ম বুঝে না, তাহারা সাধু উপায় গ্রহণ করিতেছে না এবং সুফলোদয়ও হইতেছে না। ঐগুলি অন্যায়, অনাচার, অত্যাচারের দোষে দোষিত।

যে জাতিগুলি আনুবিক বোমা তৈরী করিতে সফলতা অর্জন করিয়াছিল, তাহারা ত আল্লাহ্-তায়ালার দান সমুদ্রে একটা জল বিন্দুবৎ, যাহা তাহারা পাইয়াছে। যদি এক বিন্দু পাইয়াই তাহারা মনে করে যে, সব জাতি তাহাদের ইচ্ছা মাফিক উহাদের রাজনীতি গড়িয়া তোলে না কেন?—উহাদিগকে তাহারা চক্ষু দেখাইবে এবং তাহাদের কথা মানিতে বাধ্য করিবে, তবে ইহা কি সুফল দিবে? না, ইহাতে কুফল ফলিবে।

বস্তুতঃ, এক বিন্দু পাওয়াতেই দরজা বন্ধ হয় নাই। বরং, সমগ্র সমুদ্র আমাদের অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের কর্তব্য, আমরা সম্মুখে অগ্রসর হই এবং প্রচেষ্টায় সুফল লাভের জন্য যত্নবান হই। চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকি। আমাদের প্রারম্ভ হাল্কা চালে শুরু হইয়াছিল

—ধীরে, আস্তে। অতঃপর, তাহা প্রসার লাভ করিতে থাকে। এখন তাহাতে তেৎজাপন্ন হইয়াছে। এখন আমাদের আন্দোলন Momentum (ভরগতি) লাভ করিয়াছে।

৭৩ বৎসর ব্যাপী জদ্দ-জহদ এবং চেষ্টার ফলে জমাত 'অর্থ কুরানীতে' (যদিও আরো অনেক দিক আছে) যে স্থান, যে মোকাম পর্যন্ত ১৯৬৫ সনে পৌঁছিয়াছিল, বিগত সাত বৎসরে আমার খেলাফতের সময়েই আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে এই তরক্কী ২।।০ গুণ বর্ধিত হইয়াছে। অন্য কথায়, যেখানে ৭৩ বর্ষ প্রচেষ্টার দ্বারা পৌঁছিয়াছিল, সাত বৎসরে তদপেক্ষা ২।।০ গুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা শুধু 'মালী কুরবানীর' দৃষ্টান্ত আমি দিতেছি। ইহা ছাড়া আরে অনেক দিক আছে। এমন বোধ হয়, যেন ইসলামের গাল্‌বা--প্রধান্য ও বিজয় লাভের জন্য এক প্রকার বন্যা উপস্থিত। আমরা দেখিতেছি এবং যুবক দলকে দেখিতে হইবে যে, কি ছিল এবং কি হইতেছে। সুফলের জন্য সদোপায় অবলম্বন পুর্বক মানব জাতির কল্যাণার্থ শুধু ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন জাপানই নয় —বরং, পৃথিবীর সমগ্র চেষ্টার মোকাবিলা এই জদ্দ-জহদে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে ইহাই খোদার 'মান্‌শা' —তাঁহার অভিপ্রায়। এবং ইহাই জমাতে আহ্‌মদীয়ার নিকট চাওয়া যাইতেছে। এই মুতালাবা। ইহারই তলব ও তাগিদ।

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদিগকে পৃথিবীর মুকাবিলা করিতে হইবে এবং দোওয়া দ্বারা উত্তম, সাধু, সৎ ও নেক কল্যাণকর উপায় সমূহ আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে তাঁহার অনুগ্রহে 'জযব'—চোষণ, আহরণ করিতে হইবে।

আমি সম্পূর্ণ জোর দিয়া আপনাদিগকে বলিতেছি যে, এই জদ্দ জহদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে আপনারা উহাদিগের হইতে আগিয়া যাইতে হইবে এবং পৃথিবীর জন্য এক আদর্শও স্থাপন করিতে হইবে। যদি আপনারা আগিয়া চলিয়া যাইতে থাকেন, তবে পৃথিবীর এক অংশ আপনাদের প্রশংসা ত করিবে, কিন্তু আপনাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবে না। কিন্তু যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক জদ্দ-জহদ, প্রচেষ্টা এক মনোহর অবয়ব ধারণ করিবে, তখন জগতবাসী আপনাদের প্রতি মনোযোগ দিবে। আপনাদের দিকে লক্ষ্য করিবে। কারণ সৌন্দর্যে একটা আকর্ষণ আছে। এই প্রকারে পৃথিবী সেই ধ্বংস হইতে রক্ষা লাভ করিবে. যে ধ্বংসের সরঞ্জাম তাহাদের 'গাফিলিয়ত ও জাহালত'—তাহাদের অজ্ঞতা ও চেতনার অভাবে তাহারা তৈরী করিতেছে। পৃথিবী আপনাদের প্রেম দেখিয়া সেই প্রেম পিয়ার লাভ করিবে, যে পিয়ার লাভের জন্য আল্লাহ্-তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষার জন্য আল্লাহ্-তায়ালার অভিপ্রেত, তাঁহার এই 'মান্‌শা'—অনুযায়ী ছাড়া আর কোনো ব্যবহারিক আয়োজন নাই। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহেস সালামকে আল্লাহ্-তায়ালা এই জন্যই উত্থিত, প্রেরিত—'মবউস'—করিয়াছেন যে, তাঁহার (আঃ) দ্বারা ইসলাম বিজয় লাভ করে। ইসলাম কোনো তলোয়ার নয়। 'ইসলামের গাল্‌বা' অর্থ এই যে, মানুষ মানুষ হিসাবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্-তায়ালার প্রেম ও সন্তুষ্টি—তাঁহার 'রিজা' লাভ করে। খোদা এরূপ করুন, যেন আমরা এই হকিকত—এই মূল-তত্ত্ব বুঝিতে পারি এবং তদনুযায়ী আমাদের জীবন গঠনের চেষ্টা করি।

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের সত্যতার অম্লান ও ক্রমবর্ধমান উজ্জ্বল নিদর্শন ঃ

জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৬ তম আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসা

জামাতের কেন্দ্র 'রাবওয়ায়' অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত।

আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে এক লক্ষ সত্তর হাজার আহ্‌মদী পুরুষ ও মহিলার সমাগম।

তিনদিন ব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ইস্‌লামী বিষয়াবলীর উপর জমাতের উলামার সারগর্ভ বক্তৃতা
ব্যতীত

**হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস্‌ (আইঃ)-এর উদ্বোধনী,
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের ঈমান উদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ।**

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ ও সহানুভূতি, খেদমত, শৃঙ্খলা এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের জন্য উদ্যোগ ও উদ্দীপনার অনুপম দৃশ্যাবলী

—o—

সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌-তায়ালার। তাঁহারই ফজল ও করমে জামাত আহমদীয়ার ৮৬তম সালনা জলসা অসাধারণ সর্বাঙ্গীন সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌-তায়ালার পূর্ব-ঘোষিত অসাধারণ শুভ সংবাদ ও ওয়াদা সমুহের পূর্ণতার স্বাক্ষর বহণকারী এক মহান নিদর্শন স্বরূপ আমাদের এই বার্ষিক জলসা জামাতের কেন্দ্র রাবওয়ায় ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং. (মোতাবেক ২৫শে মহররম ১৩৯৯ হিঃ রোজ মঙ্গলবার) আরম্ভ হয় এবং তিন দিন ব্যাপী ৬ টি অধিবেশনে অব্যহত থাকার পর ২৮শে ডিসেম্বর (রোজ বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়। আল্‌-হামদুলিল্লাহ। মূল জলসার ৬ টি অধিবেশন ব্যতীত ২৫শে ডিসেম্বর বাদ মাগরিব আন্তর্জাতিক ৬০ টি ভাষায় বক্তৃতার এক অধিবেশন মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়। জলসার দিন গুলিতে প্রতি শেষ রাতে বাজামাত 'তাহাজ্জুদ' নামাজ এবং ফজর নামাজের পর কুরআন করীমের দরস অনুষ্ঠিত হয়। সালনা জলসা 'মসজিদে আকসার' সামনে এক

সুবিশাল সুসজ্জিত মাঠে উত্তম লাউড স্পিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে অপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত তিন দিন ব্যাপী নিয়মিত সকাল ৭-৩০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। মহিলা অধিবেশন প্রায় "তিন ফার্লং দূরে" সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার অফিস বিল্ডিংসের সংলগ্ন অপর একটি বিশাল মাঠে পর্দার ব্যবস্থার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হয়।"

যোগদানকারী—সংখ্যা ও দেশ :

এবার জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে বিগত বৎসরের তুলনায় ২০ হাজার বেশী ছিল। প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার পুরুষ ও মহিলা জলসায় যোগদান করেন। আল্-হামদুলিল্লাহ্।

বিগত বৎসর গুলির ন্যায় এবারও আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে পাকিস্তানের সকল অঞ্চল ব্যতীত আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আহ্‌মদী জামাত সমূহের প্রতিনিধি দল ও ব্যক্তিবর্গ অগণিত বাধাবিপত্তি, বরং হাজার হাজার মাইল সফর অতিক্রম করিয়া এই পবিত্র জলসায় যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আমেরিকান নও-মুসলিম আহ্‌মদী প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ছিল মোট ১৮ জন। তাঁহাদের মধ্যে ১৪ জন আহ্‌মদী ভগ্নী ছিলেন। ইন্দুনেশিয়ার আহ্‌মদী প্রতিনিধি দলে ৮ জন ভ্রাতা ও ১৩ জন ভগ্নী ছিলেন। মরিশাস হইতে ১১ জন ভ্রাতা ও নাইজেরিয়া হইতে ৯ জন ভ্রাতা যোগদান করেন। ইংলণ্ড হইতে বহু সংখ্যক আহ্‌মদী ও মুবাল্লেগ সহ জনাব বশির আহ্‌মদ ওর্চার্ড, মালয়শিয়া, হলণ্ড, সুইডেন, গাম্বিয়া, স্পেন, জাপান, সিরা লিউন, সিঙ্গাপুর, পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভারত হইতে বহু ভ্রাতা ও ভগ্নি জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে জমাতের কেন্দ্র রাবওয়ায় আগমণ করেন।

বাংলাদেশ হইতে এবার আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে ৮ জন প্রতিনিধি দল জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। তন্মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন। মোট কথা, দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি দেশ হইতে দলে দলে আহ্‌মদীগণ জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। এবং এইভাবে পূণরায় আর এক বার হযরত মসীহ্ মওউদ ও ঈমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে আল্লাহ্-তায়ালার প্রদত্ত সেই সকল মহান শুভ সংবাদ পূর্ণ হয়, যেগুলিতে দুনিয়ার দূর দূরান্ত দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির লোক সমাগমের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল —'আল্-হামদুলিল্লাহ্'।

উদ্বোধনী ভাষণ :

২৬শে ডিসম্বর, ১৯৭৮ইং সকাল পৌনে ১১ টায় কুরআন তেলাওত ও নজম পাঠের পর হুজুর আক্‌দাস আমীরুল্ মোমেনীন খলিফাতুল্ মসীহ্ সালেস (আইঃ) উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত সার সংকলন পেশ করা হইল :

তাশাহুদ ও তায়াওউজ এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :—

"হে মাহ্দীয়ে মওউদ এবং মসীহে মুহাম্মদী (আঃ)-এর অস্তিত্ব বৃক্ষের ফলভারে অবনত সবুজ শাখা সমূহ। আমি তোমাদের—তোমাদের উপর কুরবান, উৎসর্গিত। আল্লাহ্-তায়ালা সদা তোমাদিগকে স্বীয় হেফাজতে রাখুন। তাঁহার তকদীরের অনন্ত ও অগণিত বরকত ও কল্যাণে সব চাইতে বেশী তোমাদের অংশ হউক। আল্লাহ্-তায়ালা তোমাদের জান ও মালে বরকত দিন। তোমাদের বচনে অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করুন। তোমাদের আত্মোৎসর্গের স্পৃহাকে বৃদ্ধি দান করিয়া তোমাদের এই আকাঙ্খা ও মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করুন যে, তোমরা যেন খোদা-তায়ালার ও তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দুনিয়ার সকল মানব হৃদয়কে জয় করিতে সক্ষম ও সফলকাম হইতে পার।

হুজুর বলেন : আমাদের জলসা দুনিয়ার কোন মেলা নয়। ইহা সেই জলসা যাহার ভিত্তি হযরত মাহদী মওউদ (আঃ) আল্লাহ্-তায়ালার আদেশে তাঁহার বাণীকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে নিজ হাতে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জলসার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন খোদা-তায়ালা এবং তাঁহার রসুলের (সাঃ) কথা শ্রবণ করি, সেগুলি উপলব্ধি করি, তারপর তদনুযায়ী আমল করার প্রয়াস পাই। এবং নিজেদের জীবনকে এরূপভাবে গড়িয়া তুলি, যাহাতে আমরা রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহেস ওয়া সাল্লামের 'উস্ওয়া হাসানার' অনুসারী হইতে পারি। এমনি ধারায় আমরা খোদা-তায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ অধিকতর রূপে লাভ করিতে সক্ষম হই। যে সকল আহ্মদী এই জলসায় যোগদান করেন, তাঁহারা বাহিরাগতই হউন বা রাবওয়ার অধিবাসী হউন, সকলের উপর অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবন এবং প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি অঙ্গ নবী (সাঃ আঃ)-এর 'উস্ওয়া' ও আদর্শানুযায়ী হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় সমষ্টিগত জীবনও খাঁটি ইসলামী রঙ্গে রঙ্গীন হওয়া উচিত। দ্বীনে-ইসলাম মানবজীবনের সমগ্র শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র মসজিদ হিসাবে নিরূপিত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ যে সকল বরকত ও কল্যাণ স্ব স্ব উপাসনালয়ে যাইয়া হাসিল করার প্রয়াস পাইয়া থাকে, সেই সকল বরকত ও কল্যাণ এক মুসলমান জমিনের প্রতিটি অংশেই হাসিল করিতে পারে। এই জলসাগাহও বরকাত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। এ সকল বরকাত লাভ করার চেষ্টা করুন। বক্তৃতা সমূহ মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করুন। যদি কেহ বক্তৃতা কালে কথা বলে, তাহাকে বুঝান যে, নীরবে বক্তৃতা শোনা উচিত। কেননা আমাদের এই জলসা দ্বীনের কথা শোনার, বুঝার এবং এবং সেগুলির উপর আমল করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হুজুর বলেন : আমাদের এই রাবওয়া ছোট একটি শহর। এমনি তো শত শত সংখ্যায় সেই সকল লোকও এখানে বাস করেন, যাঁহারা আমাদের জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। কিন্তু যেহেতু ইহা আমাদের 'মরকজ' বা কেন্দ্র, সেই হেতু আমরা ইহাকে আমাদের শহরও বলিয়া

থাকি। আমাদের এই শহরটিও খোদা-তায়ালার বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জলসার দিন গুলিতে এই শহরের গৃহ ও বাসস্থানগুলি হাজার হাজার মেহমানকে নিজদের মধ্যে সঙ্কুলিত করিতে সমর্থ হয়। আমাদের শহর বা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পূর্বে এই অঞ্চল এরূপ ছিল যে, মানুষ সন্ধ্যারেলায় ইহার মধ্য দিয়া এজন্য অতিক্রম করা পছন্দ করিত না যে, এখানে সাঁপ, বাঘ-ভালুক এবং ডাকাত থাকিত। কিন্তু এখন এ অঞ্চলে এরূপ মহা বিপ্লব সৃষ্টি হইয়াছে যে, পূর্বে যেখানে খোদার সৃষ্ট জীবকে ক্লেশ-দানকারী বাস করিত, এখন সেখানে সেই সকল লোক বসবাস করেন, যাঁহারা প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা সমগ্র জগতের মানব হৃদয়কে খোদা-তায়ালা এবং তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে জয় করার জন্য চেষ্টিত এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের খেদমত ও সেবায় তৎপর।

হুজুর বলেন : সুতরাং স্মরণ রাখিও যে, এই জায়গা এখন বড়ই বরকাতপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা ইহা সেই জামাতের মরকজ বা কেন্দ্র, যে জামাত আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রেমিক—তাঁহার এক আধ্যাত্মিক দাস ও সন্তান —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কায়েম করিয়াছেন। এই জমাতের একটিই মাত্র ব্যাকুলতা ও আকাঙ্খা বিদ্যমান এবং তাহা এই যে, রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দেওয়া আলোকে আলোকিত হইয়া সমগ্র জগতকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তোলা এবং প্রীতি ও ভালবাসা এবং মানব সেবার নিঃস্বার্থ প্রেরণার দ্বারা ইসলামকে জগতময় জয়যুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এ বিষয়ে আমার, বা আপনাদের কোন গুণ নাই। এ সব কিছুই তো খোদা-তায়ালার পরিকল্পনাধীন সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে, যে পরিকল্পনা, ইনশাআল্লাহ্, নিশ্চয়ই উহার নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হইবে।

হুজুর বলেন : হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ১৯০০ ইং সনের জানুয়ারী মাসে তাঁহার রাব্বের সমীপে এক দোওয়া করেন এবং বলেন : 'হে আমার রাব্ব্, আমি তোমার নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী নেক ও পুণ্যবানদিগের একটি জামাত কায়েম করিয়াছি। কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ লোক আমাকে গ্রহণ করিতেছে না। তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। হে খোদা! যদি তোমার দৃষ্টিতেও আমি অভিশপ্ত হই, তাহা হইলে তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়া দাও। কিন্তু যদি তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ এবং ইহাই সত্য হয় যে, তুমি নিজেই আমাকে খাড়া করিয়াছ, তাহা হইলে তিন বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন নিদর্শন প্রদর্শন কর, যাহাতে কোন মানবীয় হস্তের সংস্পর্শ না থাকে। ('তির্‌ইয়াকুল কুলুব') হুজুর বলেন : তিন বৎসরের সেই মেয়াদ ১৯০০ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত দাঁড়ায়। উক্ত সময় সীমার মধ্যে আল্লাহ্-তায়ালা একটি নিদর্শন নয়, বরং—ক্রমাগত এরূপ নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রদর্শন করেন, যেগুলির পূর্ণতায় কখনও কোন মানবীয় হস্তের সংস্পর্শ ছিল না। এই সময়কালের মধ্যে যে সকল নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, সে গুলি "তাজকেরা" গ্রন্থের কম বা বেশী ১৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত রহিয়াছে। বন্ধুগণের নিশ্চয় সেই সকল নিদর্শনাবলী অধ্যয়ন করা উচিত। ঐ সময়ের মধ্যে জামাতের উন্নতির গতিধারা অনেক গুণে বর্ধিত হয়।

হুজুর বলেন : আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বর্ণিত সকল সুসংবাদ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। এই সকল নিদর্শন আজও পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে। বিগত ৭৬ বৎসর কালের মধ্যে জামাতের সংখ্যা খোদা-তায়ালার ফজলে এক কোটি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং আমাদের আন্দাজ অনুযায়ী ইন্‌শাআল্লাহু-তায়ালা আগামী শতাব্দী গালাবায়ে ইসলাম, বা ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দী হইবে এবং কি মুসলমান আর কি অমুসলমান সকলই ইহা স্বীকার করিবে যে, সত্য সত্যই এই জামাত ইসলামের সেবার উদ্দেশ্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। এবং উহা সমগ্র জগতের মানব হৃদয়কে খোদা ও তাঁহার রসুল (সাঃ আঃ)-এর চরণে আনিয়া রাখিয়াছে।

হুজুর বলেন : আল্লাহ্-তায়ালার নিদর্শনাবলী এবং জামাতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জামাতের নবাগত বংশধরগণের স্কন্ধে দায়িত্বভারও বাড়িয়া চলিয়াছে। সেজন্য আমাদের নতুন বংশধরদের অনেক বেশী দোওয়া করা উচিত। এবং ক্রমাগত চেষ্টিত থাকা উচিত, যাহাতে খোদা-তায়ালার ওয়াদাসমূহ পূর্ণ হওয়ার এবং জমাতের উন্নতির গতি ধারায় কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি না ঘটে। সুতরাং, নিজেদের মোকাম ও মর্যাদা উপলব্ধি কর। নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতন হও, এবং সেগুলির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুযায়ী সেগুলি প্রতিপালনে চেষ্টিত হও।

পরিশেষে, হুজুর বলেন : আইস, এখন সকলে মিলিয়া আমরা দোওয়া করি যে, হে আমাদের খোদা! তুমি যে উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ও মাহদী (আঃ)-কে আবির্ভূত করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ হউক। আমাদের নতুন বংশধরদের উপর যে দায়িত্বভার ন্যস্ত হইতে চলিয়াছে, তাহাদিগকে তাহা আমাদের চাইতেও উত্তমরূপে বহন করার এবং জিম্মাদারী সমূহ পালন করার তওফিক দান কর। আমাদের হৃদয় আঙ্গিনায় কখনও যেন শিরকের লেশ মাত্রও না থাকে। তাহারা যেন খাঁটি তৌহিদকে নিজেদের অন্তঃকরণে, নিজেদের আত্মায় এবং নিজেদের জীবনে কায়েম করিতে সমর্থ হয়। তাহারা যেন খালেস তৌহিদ ব্যতীত দুনিয়ার প্রতিটি জিনসকে একটি মৃত কীটের ন্যায় জ্ঞান করে, যাহাতে খোদা-তায়ালা তাহাদিগকে প্রেম করেন এবং ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত তাহাদের ও আমাদের সকলের স্পৃহা ও আকাঙ্খাকে পূর্ণ করেন। এবং পরবর্তী শতাব্দী প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দী হয়, যখন সমগ্র জগতের মানব হৃদয় আমরা খোদা ও তাঁর রসুলের (সাঃ) উদ্দেশ্য প্রীতি ও মহব্বতের দ্বারা জয় করিতে সমর্থ ও সফলকাম হই। আমাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, বিনা কোনও ব্যতিক্রমে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যও দোওয়া করা উচিত, তারপর সেই সকল ব্যক্তিগণের জন্যও দোওয়া করা উচিত, যাঁহারা সমগ্র জগতে ছড়াইয়া আছেন এবং দুনিয়ার ইসলাহ ও হেদায়তের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন।

পনে এক ঘণ্টা ব্যাপী হুজুরের এই সারগর্ভ ও ঈমান বর্ধক ভাষণ অব্যাহত থাকে। অতঃপর, হুজুর অতীব সকরুণ ইজ্‌তেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সালনা জলসার উদ্বোধন করেন।

(ক্রমশঃ)

(উদ্বোধনী ভাষণ—দৈনিক "আল্-ফজল", ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং হইতে অনুদিত।)

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, ঢাকা।

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

যীশু কি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছেন ?

এই প্রশ্নটাই আসলে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির প্রধান উৎস। ধর্মীয় আলোচনায় বিসমিল্লাহ থেকেই পাদ্রীরা কথাবার্তা শুরু করেন। তাদের একটা গতানুগতিক ফ্যাশনে :

খৃষ্টানরা এবং ইহুদীরা, তাদের মতানৈক্য সত্ত্বেও, একটা ব্যাপারে একমত যে, যীশু ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছেন। রোমান সম্রাজ্যের ঘটনাপুঞ্জীও একথারই সমর্থন যোগায়।

যীশুর ছ' শ' বছর পরে, একজন মানুষ আরব মরুভূমিতে আবির্ভূত হয়ে গোটা দুনিয়ার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন :

"তারা তাঁকে কেটেও ফেলেনি ক্রুশেও দিতে পারেনি" (অর্থাৎ ক্রুশে বিদ্ধ করেও হত্যা করতে পারেনি।" (পবিত্র কুরআন ৪ : ১৫৮)

এই দাবী জযিরাতুল আরবের সেই নিরক্ষর উম্মি নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি জলন্ত মোজেযা। পরবর্তীকালের গবেষণা অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত এই দাবীর সমর্থন তাঁর সত্যতারই অকাট্য প্রমাণ।

১৭ই মার্চের (১৯৩৩) আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ক্রুশে যীশুর মৃত্যু। এই বিতর্কের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন ডঃ ফিলিপস। ডঃ ফিলিপস্‌কে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন পাদ্রী কামাল মনসুর ও ডঃ এলডার। এই তিন জনের প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রাখেন বিতর্কে। কিন্তু, অন্ততঃ সত্তুর জন বড় বড় বিদ্বান ও সমজদার ব্যক্তির সামনে তাদের আগাম-প্রস্তুত বক্তব্যগুলো সব পুংকারই পেয়েছিল, পায়নি কেবল সফলতা।

পাদ্রীদের সকল শ্রম পণ্ড হয়ে গিয়েছিল এই যুক্তির লড়াইয়ে, যে লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ মুসলিম লড়েছিল একাই, অবশ্য খোদার সাহায্যের সেনা দল ছিল তার সাথে। একত্ব বা তৌহিদ ধূলিস্যাৎ করেছে ত্রিত্ববাদকে এবং এমনভাবে করেছে যে, যা বিস্ময়ে অভিভূত করে। ভাগ্যমান তাঁরাই যাঁরা উপস্থিত থেকেছিলেন, শুনেছিলেন এবং যা শুনেছিলেন তা মনেও রেখেছিলেন। পাদ্রী কামাল মনসুর আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং আমার চলে আসার সময় এই অভিলাষ ব্যক্ত করেন যে, আমি যদি খৃষ্টান মিশনারী হতাম, কেননা আমি নাকি তাঁর চেয়েও অধিকতর গভীর ভাবে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছি। আমি তাঁকে আসল কথাই বলেছি : বলেছি, আমি তো পড়াশুনা করেছি আপনাদেরকে 'দায়েরা-এ-

ইসলাম' মধ্যে একত্রে সমবেত করার জন্যে—এখন এটা আপনাদের এখতিয়ার যে, আপনারা আমার দলিল-প্রমাণ মানবেন এবং যোগদান করবেন ইসলামে—আল্লার মনোনীত ধর্মে।

আমাদের বিতর্কের সারসংক্ষেপ

আমি শুরু করেছিলাম এভাবে :— ডঃ ফিলিপসের আরোপিত শর্ত মোতাবেক এটা আমার প্রতি বাধ্যকর ছিল যে, এ বিষয়ে যে বহাস আমি করবো তার সকল হাওলাই আমি পেশ করবো বাইবেল থেকে। আমার মতে, এবং ডঃ ফিলিপসেরও জানামতে, বাইবেলের মূলপাঠ বাইরের প্রক্ষেপে ভরা। খৃষ্টানরা তাদের ঈমানকে খাড়া করেছেন যীশুর পাপ মোচনকারী মৃত্যুর উপর। পক্ষান্তরে আমার জোর বিশ্বাস যে, খোদা তাঁর কোন নবীর ক্ষেত্রেই অনুরূপ ব্যাপার ঘটতে দিতে পারেন না, এবং পারেন না জন্যই খোদা যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। লোকেরা আব্রাহামের (আঃ), প্রাণ নাশেরও ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল। তারা তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। খোদা আগুনকে শীতল করে দিয়েছিলেন। ''যেরেমিয়কে (ইউসুফ—আঃ) নির্যাতন করা হয়েছিল এবং কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল''—একথা উল্লেখ করে—

ডাঃ জুইমার তাঁর 'ওয়াণ্ডারস মিষ্ট্রী' পুস্তকে লিখেছেন, ''কিন্তু খোদা তাঁকে বাঁচিয়েছেন। তেমনিভাবে, খোদা দানিয়েলের তিনজন সঙ্গীকেও বাঁচিয়েছেন যাদেরকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুণ্ডে। (১২—৬৭)। অনুরূপভাবে ইহুদীরাও চেষ্টা করেছিল যীশুকে ক্রুশে লটকিয়ে মেরে ফেলে তাঁকে অভিশপ্ত প্রমাণ করার। খোদা তাঁকে উদ্ধার করেছেন অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সান্নিধ্যে তুলে নিয়েছেন তাঁকে। বস্তুতঃ, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু সম্পর্কে প্রামাণ্য কোনও দলীল নেই। ক্রুশীহত করণের (Crucifixion) আসল ঘটনা বয়ান করার আগে, আমি সুসমচারগুলি থেকে ঐ সব যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে চাই যাতে প্রমাণিত হবে যে, যীশু ক্রুশে মারা যান নাই

১) তৌরাতে ভণ্ড নবী সম্পর্কে বলা আছে :

''আর সেই ভাববাদীর কিংবা সেই স্বপ্ন দর্শকের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ হইতে তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, দাস গৃহ হইতে তোমাদেরকে মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে বিপথ গমনের কথা কহিয়াছে; এবং তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু যে পথে গমন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমাকে ভ্রষ্ট করা তাহার অভিপ্রায়। অতএব তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।'' (দ্বিতীয় বিবরণ—১৩ : ৫)

পুনরায় :—

''যদি কোনও মানুষ প্রাণদণ্ডেরযোগ্য পাপ করে, আর তাহার প্রাণদণ্ড হয়, এবং তুমি তাহাকে গাছে টাঙ্গাইয়া দেও, তবে তাহার শব রাত্রিতে গাছের উপরে থাকিতে দিবে না, কিন্তু নিশ্চয় সেই দিনই তাহাকে কবর দিবে; কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়

সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু উত্তরাধিকারার্থে যে ভূমি তোমাকে দিতেছেন, তুমি তোমার সেই ভূমি অশুচি করিবে না। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১ : ২২—২৩)

যীশু ছিলেন ভাববাদীত্বের বা নবুওতের দাবীদার। ইহুদীরা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল ভণ্ড বলে (নাউযুবিল্লাহ্) তবু, ধরা যাক, ইহুদীরা তাঁকে টাঙ্গিয়েছিল এবং পরিণতিতে তিনি ক্রুশেই মারা গেছেন, কিন্তু এতে তো যৌক্তিক বা লজিক্যাল সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, (নাউযুবিল্লাহ) যীশু অভিশপ্ত। আর এভাবেই তো ক্রুশ বিদ্ধ করণ (Crucifixion) ও অভিশপ্তহওন (accursednes) খৃষ্টানী ধর্মবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে :

"খ্রীষ্টই মূল্য (কাফফরা) দিয়া আমাদেরকে ব্যবস্থার শাপ (শরীয়তের লাণত) হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য শাপ স্বরূপ হইলেন, কেননা লেখা আছে, যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপ গ্রস্ত"। (গাল— : ১৩৩)

এটাই হলো খৃষ্টানদের সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত বিশ্বাস। কেননা এতে প্রমাণিত হতে বাধ্য যে, যীশু ছিলেন নবুওতের মিথ্যা দাবীদার। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু তাঁর সত্যতার পরিপন্থী; আর এটাই প্রমাণ করতে ষড়যন্ত্র করেছিল ইহুদীরা। যীশু ছিলেন সত্য; সুতরাং তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু একটা বানোয়াট উপকথা।

(২) খৃষ্টান ধর্মমতে ক্রুশ বিদ্ধ করণ অত্যাবশ্যক। কেননা এই আজগুবী পন্থাতেই তারা পরিত্রাণ বা নাজাত পাবেন। অথচ সুসমচার গুলোর শিক্ষামতে ক্রুশ বিদ্ধ করণ ক্ষমা লাভের কোনো উপায় নয়। যীশু ঘোষণা করেন :

"কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন—উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও।" (মথি—৯ : ৬)

এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, যখন যীশু রক্তমাংসে জীবিত ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, পাপের ক্ষমার জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুর কোন প্রয়োজন নেই।

৩) খৃষ্টানদের বিশ্বাস, তাদের জন্যই—তাদের নাজাতের জন্যই যীশুকে হত্যা করা হয়েছিল তিনি যদি ক্রুশে মারা না যেতেন তাহলে, পৌলের মিশন ও খৃষ্টানদের ধর্ম-বিশ্বাস একটা গাঁজাখোরী ব্যাপার হতো। আমার দাবীতে আমি অনড় যে, যীশু ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন নি। আপনাদের প্রচারণা ভ্রান্ত। যীশুর ক্রুশীকরণ খোদার ইচ্ছার ও মিশনের পরিপন্থী। পরিষ্কারভাবে বলেছেন খোদা :

"কারণ আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়", (হোশে—৬ : ৬)—এবং যীশু বলেছেন :

"তোমরা গিয়া শিক্ষা কর, এই বচনের মর্ম কি, "আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়" কেন না আমি ধার্মিকদেরকে নয়, কিন্তু পাপীদেরকে ডাকিতে আসিয়াছি।" (মথি—৯ : ১৩)

খোদা দয়া ও ভালবসা চান, কোরবানী বা বলিদান চান না। খোদার দয়া লাভের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অনুতাপ বা তওবা। যীশু প্রচার করেছেন অনুতাপ, সারা জীবন ধরে তিনি লোকদেরকে অনুতাপের দিকেই আহ্বান করে গেছেন। প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু খোদার পরিকল্পনা বিরোধী এবং যীশুর মিশনের ও কার্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

(৪) মথির পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই:

'তিনি উত্তর করিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যাভিচারী লোকেরা চিহ্ন বা নিদর্শনের অন্বেষণ করে, কিন্তু কোনো ভাববাদীর (ইউনুস আঃ) চিহ্ন ছাড়া আর কোনো নিদর্শনই তাহাদেরকে দেওয়া হইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের (তিমির) উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"

ভাববাদী যোনা সেই তিমি মাছের গর্ভে জীবিত ছিলেন—না মৃত, তা জানতে চাইলে শুধু যোনার পুস্তক পাঠ করাই যথেষ্ট:

"আর সদাপ্রভু যোনাকে গ্রাস করিবার জন্য একটা বৃহৎ মৎস্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যোনা সেই মৎস্যের উদরে তিন দিন ও তিন রাত্রি যাপন করিলেন।" (যোনা—১ : ১৭)

তখন যোনা ঐ মৎস্যের উদরে থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন।"
(যোনা—২ : ১)

যীশু তাঁর লোকদের কাছে নিদর্শন স্বরূপ মাত্র একটাই দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, এবং তা হলো যোনার নিদর্শন:

যোনা তিমির উদরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন জীবিত, অচৈতন্য অবস্থায় হলেও তিমির গর্ভে ছিলেন জীবিত, এবং তিমিটা যখন তাঁকে বমি করে উগলিয়ে দিয়েছিল, তখনও তিনি ছিলেন জীবিত। সুতরাং এটাই অপরিহার্য যে, যীশুকে সমাধি গর্ভে রাখা হবে জীবিত, সেখানে তিনি জীবিত থাকবেন এবং সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবেন জীবিত। অন্যথায়, যীশুর প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর সেই আলৌকিক নিদর্শন কখনই প্রকাশিত ও পূর্ণ হতে পারবে না।

এক্ষেত্রে, খৃষ্টানদের জন্য মাত্র দু'টো পথ আছে: (১) হয় তাঁরা যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ মরণকে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং আমাদের মতই বিশ্বাস করবেন যে তাঁকে ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে বাঁচানো হয়েছিল, কারণ এতেই যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় ও তাঁর নিদর্শন পূর্ণ হয়।

(২) অথবা, তাঁরা যীশুর নিদর্শনকেই প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর বিশ্বাস -টাতেই অবিচল থাকবেন—।

কিন্তু সাবধান! এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যীশুর ভাববাদীত্ব বা নবুওতই বাতিল হয়ে যাবে, কারণ তিনি মাত্র একটি নিদর্শনের পরেই নির্ভর করেছিলেন এবং তা হলো যোনার নিদর্শন।

অতএব, এটাই সঠিক ও সত্য যে, যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নি।

৫) যখন যীশু ক্রুশী-বিদ্ধ-করণ সংক্রান্ত ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেলেন, তখন "পরে তিনি তাহাদের হইতে এক ঢিলের ব্যবধান সরে গেলেন এবং জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, পিতঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমায় হইতে এই পানপাত্র দূর কর, তবু আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তখন স্বর্গ হইতে এক দূত আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সবল করিলেন।" (লুক—২২ : ৪১—৪৩) (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩৭)

ঐশী বা অধ্যাত্মিক সাহায্য মূলতঃ ইতিপূর্বে আলোচিত যুক্তি-প্রমাণ গুলোর ন্যায় অনেকগুলো অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণের সমষ্টি বিশেষ। কারণ খোদায়ী সাহায্য নানা প্রকার হতে পারে এবং প্রত্যেক প্রকারের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে—আর এই ধরণের প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তই দাবীকারকের সত্যতার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ স্বরূপ।

কিভাবে খোদায়ী সাহায্য কোন দাবীকারক বা নবীর সত্যতা স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বিবেচিত হতে পারে? যে কোন নবী তো আল্লাহ্-তায়ালার কাছ থেকেই প্রেরিত হন এবং সেই জন্য, যদি তিনি তাঁর বাণী প্রচারের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্-তায়ালার কাছ থেকে সাহায্য ও সমর্থন না লাভ করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তায়ালার কাছ থেকে প্রেরিত হন নাই। অন্য-দিকে, যদি তিনি আল্লাহ্-তায়ালার কাছ থেকে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেন এবং সেই সাহায্য সমর্থন যদি সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়—যার মাধ্যমে সমাগত নবীর প্রতি আল্লাহ্-তায়ালার মহব্বত এবং কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি পরিস্ফুট হয়েছে—তাহ'লে সেই সমাগত নবীর দাবীকে যথার্থভাবে সত্য বলে অভিহিত করতে হবে। তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

كتب الله لاغلبن انا و رسلى ان الله قوى عزيز -

('কাতাবাল্লাহু লা-আগ্‌লেবান্না আনা ওয়া রুসুলী, ইন্নাল্লাহা কাবিয়ুন আযীয')

অর্থ :—"আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন : নিশ্চয়ই আমি এবং আমার রসুল বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান।" [সুরা মুজাদিলা : ২২]

এই মহান ঘোষণার মর্মার্থ হলো এই যে, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসুল অন্যদের তুলনায় বিজয়ী হবেনই—আর এই বিষয়ের দ্বারা সমাগত নবী, রসুলের সত্যতার প্রমাণ এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্-তায়ালার শক্তি ও মহিমার প্রমাণও বটে। কারণ, আল্লাহ্-তায়ালা বলেছেন :

انا لننصر رسلنا و الذ ين امنوا - ('ইন্না লা-নান্‌-সুরু রুসুলানা ওয়াল্লাযীনা আমানু')

অর্থ:—"নিশ্চয় আমরা আমাদের রসুলদেক এবং বিশ্ববাসীদেক সাহায্য করে থাকি।"
[সুরা মুমিন : ৫২]

অনুরূপভাবে বলা হয়েছে : و لكن الله يسلط رسله على من يشاء

('ওয়া লাকিনাল্লাহা ইউসাল্লেতু রুসুলাহু আলা মাঁইয়াশা')

অর্থ:—"অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁহার রসুলদেক, যাহার উপর ইচ্ছা, ক্ষমতা দান করেন।"
[সুরা হাশর : ৭]

কিন্তু অন্য দিকে যারা মিথ্যা দাবীদার—তারা স্থায়ী উন্নতি লাভ করতে পারে না এবং আল্লাহ্-তায়ালা তাদের সেই ক্ষমতা দেন না। ফলতঃ, মিথ্যা দাবীদারগণ শাস্তি পেয়ে

যায়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় সেই শাস্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"লাআখাজনা মিন্‌হু বিল ইয়ামিন, ছুম্মা লাকাতায়না মিনহুল ওয়াতীন।" لاخذنا منه باليمين ○ ثم لقطعنا منه الوتين ○

অর্থাৎ, সেই মিথ্যাবাদীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে আল্লাহ্-তায়ালা তার জীবন শিরা কর্তন করে দেন। [সুরা আল-হাককা : ৪৬—৪৭]

আবার কখনো 'অবমাননাকর অবস্থা' অথবা 'অকাল মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে। মিথ্যা দাবীকারকগণ উন্নতি করতে পারে না এবং যারা আল্লাহ্‌র নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করে, তারা কখনই বিজয়ী হতে পারে না। আল্লাহ্-তায়ালা বলেছেন :

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته ط ان الله لا يفلح الظالمون ○

"ওয়া মান আজলামু মিম্মানেফতারা আলাল্লাহে কাজেবান আও কাজ্‌জাবা বে-আয়াতিহ্, ইন্না'হু লা-ইউফলেহুজ জালেমুন।"

অর্থ :—"এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিকতর 'জালেম', যে আল্লাহ্-তায়ালা সম্বন্ধে মিথ্যা বানাইয়া বলে অথবা তাঁহার নিদর্শনকে মিথ্যারূপে ব্যবহার করে? নিশ্চয় 'জালেম' কখনই সাফল্য লাভ করতে পারে না।" [সুরা আনাম : ২১]

মিথ্যা দাবীকারক এবং মিথ্যারোপকারী উভয় অন্যায়কারী এবং নিষ্ঠুর পন্থার অনুসারী। কারণ উভয়ই পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকারী।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র আইন মূলতঃ দুই প্রকারের : (১) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সত্য নবীকে সাহায্য করে থাকেন এবং (২) তিনি নিশ্চয় মিথ্যা দাবীদারকে শাস্তি প্রদান করেন।

সাফল্যের সম্ভাব্য করণ :

তথাকথিত কেতাদুরস্ত অবিশ্বাসীরা নবী-রসুলগণের সাফল্যের কারণ-স্বরূপ কতকগুলো প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে থাকে। তাই হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর দাবী এবং সেই দাবীর প্রেক্ষিতের পশ্চাতে কি কি বাহ্যিক কারণ থাকতে পারে, সেই প্রশ্নও উঠতে পারে। প্রথমতঃ তিনি একটি সম্মানিত মুসলিম পরিবার —একটি প্রভাবশালী পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য এরূপ পারিবারিক ঐতিহ্য মূলতঃ সকল নবী রসুলের জন্য প্রযোজ্য এবং এই বিষয়টি তাঁদের দাবীর স্বপক্ষে আল্লাহ্-তায়ালা'র একটি চিরন্তন মহিমারই প্রকাশ স্বরূপ, যার ফলে মানুষের পক্ষে খোদা প্রেরিত সেই বিশেষ প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা এবং তার প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনুগত্য প্রদর্শন করা সহজতর হয়েছে। তাই হযরত মীর্যা সাহেব আল্লাহ্-তায়ালার চিরন্তন বিধি অনুসারেই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারেই আগমন করেছেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গিয়েছে যে, হযরত মীর্যা সাহেব যখন ক্রমে ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন, সেই সময় তাঁর পরিবারটির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং প্রধান্য ম্লান হয়ে এসেছিল। সেই সময় শিখদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে গিয়েছিল এবং পরবর্তী পাঞ্জাবের নতুন শাসক তথা বৃটিশের কবলে বিষয় সম্পত্তিও কুক্ষিগত হয়েছিল। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitatiou'-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

অক্টোবর (১৯৭৮) অনুষ্ঠিত তালিমী পরীক্ষার ফল

অংশ গ্রহণে আনসার, লাজনা ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

বি : দ্র : শুধু যাহারা কমপক্ষে পাশ নম্বর, অর্থাৎ—কমপক্ষে ৪০ নম্বর পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম ও প্রাপ্য নম্বর নীচে দেওয়া হইল :

(ক) বিষয় :— "ইসলামী নীতি-দর্শন"

ঢাকা জামাত :

১।	নওশাদ শামিমুল হক	৬৬
২।	রোকেয়া খাতুন	৭০
৩।	মোঃ আখতার হোসেন (তারুয়া)	৪২
৪।	এম, আখতার হোসেন (সুন্দরবন)	৬০
৫।	মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	৭৬
৬।	মোঃ ওয়াসিকুর রহমান	৪৬
৭।	তাহেরা বেগম	৭৭
৮।	মোঃ তাসাদ্দক হোসেন	৭৩
৯।	মোঃ হাবিবুল্লাহ	৬৫
১০।	শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ	৪৮
১১।	মোঃ আজাহার উদ্দীন খন্দকার	৫৫
১২।	গিয়াস উদ্দিন আহমদ	৬৫

ময়মনসিংহ জামাত :

১।	মোহাম্মদ আমীর হোসেন	৮৩
২।	মোঃ নূরুল হোসেন	৬৬
৩।	মোঃ আব্দুল বাতেন	৭০
৪।	মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী	৫০
৫।	আহমদ তবশীর চৌধুরী	৭৫

খুলনা জামাত :

১।	মোহাম্মদ নুরুল্লাহ	৬৪
২।	জী, এম, এ, সাত্তার (তরু)	৬৪

কাঁয়াদি জামাত :

১।	মোঃ আব্দুল হান্নান	৬০
২।	মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	৭৭

তেজগাঁও জামাত :

১।	মিসেস তহুরা বেগম	৪০
২।	মিসেস আনোয়ারুল হক	৩০
৩।	মোঃ আমানুল হক	৪৫
৪।	আমজাদুল হক	৬২
৫।	হাবিবুর রহমান	৪৪
৬।	মোঃ মসি উল হক	৭৩
৭।	রেজাউল হক	৪০
৮।	খন্দকার বেনজীর আহমদ	৫৮
৯।	মোঃ হেলাল উল হক	৭৫
১০।	মোঃ বোরহানুল হক	৭৭
১১।	মোঃ মাজহারুল হক	৬০
১২।	ওমর ফারুক	৭৫

নাসিরাবাদ জামাত :

১।	মোহাম্মদ হায়েত আলী	৬০
২।	মোহাম্মদ শওকত আলী	৬৬
৩।	মোঃ শহীদুল ইসলাম	৪৫
৪।	মোঃ মজিবর রহমান	৬১
৫।	মোঃ বদর উদ্দিন	৫৫

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত :

১।	করিমাতুন্নেসা	৬১
২।	মাসহুদা ফারুক	৮২
৩।	আব্দুল আলী	৬৮

চট্টগ্রাম জামাত :

১।	মিসেস মুখতার বানু	৭৯
২।	আমাতুল কাইয়ুম	৭৮
৩।	শাহ আজিজুর রহমান	৪২
৪।	আব্দুল গনি চৌধুরী	৪৩
৫।	মোঃ আব্দুর রশিদ	৬০
৬।	মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল	৪৪
৭।	মোঃ আবুল হুসেন	৪৭
৮।	মোঃ নজরুল ইসলাম	৪০
৯।	মোঃ আতাউর রহমান	৫৭

মাসিরাবাদ জামাত (কুষ্টিয়া)

১।	মোঃ আব্দুস সাদেক	৫০
২।	মোঃ হায়েত আলী	৫০
৩।	মোঃ হারেজুদ্দীন	৬৬
৪।	মোঃ শওকত আলী	৬০

আহ্‌মদ নগর জামাত :

১।	মোঃ আব্দুল কাদের মহিউদ্দীন খান	৭০
২।	তাহের আহমদ	৪৭
৩।	ইলিয়াস আহমদ	৭৪
৪।	মোঃ ইদ্রিস আহমদ দেওয়ান	৪২
৫।	মোঃ মনসুর খালেক	৬২
৬।	মোঃ শামছুর রহমান (শিক্ষক)	৮৩
৭।	মাহমুদ আহমদ	৭৮
৮।	মোঃ রফিক আহমদ	৭৬

তালুকপাড়া জামাত (কুমিল্লা)

১।	মোঃ আলী আকবর ভূয়া	৬০

নন্দনপুর জামাত (কুমিল্লা)

১।	মোঃ আবুল কাসেম ভূয়া	৮৬

(ক্রমশঃ)

—০—

এলান ঃ

আগামী সংখ্যায়, ইন্‌শা-আল্লাহ্‌, সমাপ্তি লিষ্ট প্রকাশিত হইবে, যাহা স্থানাভাবে এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

—০—

আহ্‌মদীর গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখুন
এবং বাকী চাঁদা দিন।

—জাজাকুল্লাহু-তায়ালা

—০—

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwor